প্রথম আলো

তারিখ ... 5 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

জাতীয় দিবসে স্কুল খোলা, হবে আলোচনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আশিস সৈকত ●

স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস; একুশে ফেব্রুয়ারিসহ বিশেষ জাতীয় দিবসগুলোয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো খোলা থাকবে। তবে এসব দিনে কোনো ক্লাস হবে না; স্বাভাবিক পাঠদান বন্ধ থাকবে। এ দিন শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের সামনে সংশ্লিষ্ট দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরবেন। মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা-আন্দোলন এবং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি তুলে ধরে সাধ্যমতো আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে এ দিনে।

দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ নিয়ম চালু করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইতিমধ্যে নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। চলতি সপ্তাহে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতেও এ নিয়ম চালুর জন্য নির্দেশনা পাঠানো হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম গতকাল সোমবার *প্রথম আলোকে* বলেন, শিশু-কিশোরদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তুলতেই বিশেষ দিবসগুলোতে বিদ্যালয় খোলা রাখার কথা বলা হয়েছে। তবে এ দিন স্বাভাবিক ক্লাস

এরপর ২ কলাম ১

জাতীয় দিবসে স্কুল খোলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হবে না। শিশু-কিশোরদের দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করতে শিক্ষকেরা তাঁদের সামনে মুক্তিযুদ্ধ কিংবা একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে গল্পের মতো করে আলোচনা করবেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশেষ দিবসগুলো যেন শিশু-কিশোরদের জন্য নেহাত ছুটির দিন না হয়। দিনটি সম্পর্কে তাদের সচেতন করে গড়ে তুলতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শিশু-কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং বাঙালি সংস্কৃতির আবহমান ধারা তাদের সামনে তুলে ধরাই এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এ জন্য আগে থেকেই দিবস উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছে।

গত মাসের শেষ সপ্তাহে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। বাংলা নববর্ষ, রবীন্দ্র এবং নজরুলজয়ন্তীও ক্রমশ বিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।